দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৬ ...

সিলেট অফিস : এফআইভিডিবি পরিচালিত টিকরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা -ইত্তেফাক

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এফআইভিডিবির ১১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়

॥ সিলেট অফিস ॥

নগরীর প্রায় ১২ কিলোমিটার পূবে টিকরপাড়া গ্রাম। চোখে পড়ে পাহাড়-টিলা ঘেরা এ গ্রামের এক কোণে লাল টিনের চাল ও হলুদ পাকা দেয়ালের স্কুল। স্কুলের বাইরে ও ভিতরে ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলী। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের নাম হচ্ছে-মোল্লারচক, খুশিরগুল ও পীরেরচক। বিগত ১৭/১৮ বছর থেকে এ চারটি গ্রামের শিশুদের বলতে গেলে পড়ালেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বেসরকারি এনজিও সংস্থা এফআইভিডিবি (ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ) '৯৩ সালে টিকরপাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়। টিকরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ১৪ বছরে এ বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে দুইশ'র কাছাকাছি। গ্রামের আশে পাশে দু'কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই। এ বিদ্যালয়ের জন্য ৭ শতক ভূমি দান করেছেন কল্প গ্রামের বেগম সবাই বিবি। স্কুল ভবনটি নির্মিত হয়েছে বৃটিশ সংস্থা ডিএফআইডি'র আর্থিক অনুদানে।

এফআইভিডিবি'র নির্বাহী পরিচালক যেহীন আহমদ বলেন "অরিজিনালি আমাদের কারিকুলাম ও ক্লাস ডেলিভারী সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে ঐ ইংল্যান্ডের আদলে। আমাদের স্কুলগুলোতে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান দেয়া হয়ে থাকে"।

এফআইভিডিবি সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এরকম ১১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। প্রতিটি ক্লাসে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। স্কুল পরিদর্শনে দেখা যায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিখন পদ্ধতিও খুবই উন্নত। এফআইভিডিবি স্কুলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন স্বনির্ভর। এই স্কুলের একজন ছাত্র বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

বিদ্যালয়গুলোতে অনুসরণ করা হয় সক্রিয় শিখন পদ্ধতি। বাংলায় পাঠদান পদ্ধতিতে ভিন্নতা, উন্নত কারিকুলাম, শিক্ষার উন্নত পরিবেশ, মনোরম ক্লাসরুম, গ্রুপ ভিত্তিক পড়ালেখা, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োগ এসব কারণে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ পদ্ধতি। এসব স্কুলে ৬ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। পড়ানো হয় শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। ক্লাস রুমের এক পাশকাপেট দিয়ে মোড়ানো এবং অন্য দুটি অংশের মধ্যে এক অংশ রাখা ডেস্ক বেঞ্চ ও অন্য অংশে রয়েছে ডাইনিং আকৃতির একটি গোল টেবিল ও প্লাস্টিকের মোড়া। শিক্ষা উপকরণ খাতা-কলম ইত্যাদি ও শিক্ষক বেতন যোগান দিয়ে থাকে এফআইভিডিবি। বৃটিশ দাতা সংস্থা ডিএফআইডি বিদ্যালয়গুলোর ভবন নির্মাণ ও বই-পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে।

সক্রিয় শিখন পদ্ধতিতে শিশুদেরকে মেধাবী, মাঝারি ও দুর্বল-এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেয়া হয়। আবার এদেরকে মিশিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা মেধাবীদের সাহচর্য ও পরামর্শে দুর্বলরা এগিয়ে যেতে পারে। দুই শিফটে ক্লাস করানো হয়। সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং সাড়ে ১২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ক্লাস করানো হয়।

মোকামেরগুল প্রাথমিক বিদ্যালয় : টিকেরপাড়া থেকে বেশ কিছু দূরে হযরত শাহ সুকর (রাঃ) মাজার। তিনি হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর সফর সঙ্গীদের একজন। অন্তত হাজার ফিট পাহাড়ের উপরে মাজারটির অবস্থান। উদাম পাহাড়-টিলার নিচে মোকামেরগুল প্রাথমিক বিদ্যালয়। একই ধাঁচের স্কুল ঘর। জমি দিয়েছেন নগরীর বন কলাপাড়ার গোলাম মোস্তফা চৌধুরী। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সুমি, আলেক, সালেক, তাহমিনা ও নাসিমা- ভবিষ্যতে কি হতে চায়-এ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানালো-শিক্ষক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

"কোন শিক্ষার্থী পর পর তিনদিন স্কুলে না আসলে আমরা তার বাড়িতে যাই এবং অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে ঐ শিক্ষার্থীকে স্কুলে নিয়ে আসি."এমন তথ্য জানালেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র সাহা। মোকামেরগুল স্কুলে এফআইভিডিবির কোয়ালিটি এডুকেশন বিষয়ক রিসার্চার (গবেষক) হালিমা আক্তার জানালেন, চাইল্ড রাইটস ভায়োলেটস হয়-এমন কিছুই করা হয় না-এসব স্কুলে। স্কুলের পড়া শুনার পদ্ধতি খুবই উন্নত মানের। শিশুদেরকে খেলার ছলে পড়ানো হয়। তাদের সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হয়।

সংস্থাটির চাইল্ড এডুকেশন প্রোগ্রামের ফিল্ড অপারেশন বিভাগের কো অর্ডিনেটর মো: আজিম উদ্দিন জানান "এফআইভিডিবি পরিচালিত স্কুলগুলোতে কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপক।" স্কুল পরিচালনার জন্য রয়েছে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি।

এফআইভিডিবি উদ্যোগে সিলেট সদর উপজেলায় সর্বোচ্চ ৩৯টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর বাইরে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় একটি, জৈন্তাপুর উপজেলায় ৪টি, গোয়াইনঘাট উপজেলায় তিনটি, জকিগঞ্জ উপজেলায় ১৭টি, কানাইঘাট উপজেলায় ১২টি, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৫টি, বিশ্বম্ভরপুরে ২টি, মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৭টি ও রাজনগর উপজেলায় ২টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগর উপজেলায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মোট কর্মরত ৩৩৪ জন টিচারের মধ্যে শিক্ষক ১২২ জন এবং শিক্ষিকা ২১২ জন। ১৯৮০ সালে এফআইভিডিবির যাত্রা শিক্ষার ব্যাপারে কাজ কর্ম শুরু করে। আগামীতে সারাদেশে আরো ৫শ'টির মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।